ফরিদপুর সদর উপজেলা

১৯৮৩ সাল

ফরিদপুর জেলা সদর ফরিদপুর সদর উপজেলায় অবস্থিত। ফরিদপুর জেলা সদর এবং ফরিদপুর সদর উপজেলা সদর ফরিদপুর শহরকেই বলা হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক পর্যায়ে ফরিদপুর শহরের উৎপত্তি হয় বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। মোঘল শাসনের সূত্রপাত ঘটে ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে। চকবাজার তখন শহরের ব্যবসা বানিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়। এই চকবাজার শব্দটিও মোঘল সূত্রে প্রাপ্ত। ধর্মীয় উদ্দেশ্যে গোয়ালচামট, খাবাসপুর, অম্বিকাপুর হিন্দু আশ্রম, মঠ মন্দির গড়ে উঠে। নিলটুলী সড়ক তৎকালীন উন্নয়নের নির্দেশক ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুরে ব্রিটিশ শাসকের ছোঁয়া লাগে।

১৮০০ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে শহরে গড়ে উঠতে থাকে ইট-পাথরের ভবনাদি, পাশ্চাত্য নক্সার বাংলোসমূহ। আসাম বেঙ্গল রেল আইন ১৮৯৫ এর মাধ্যমে গোয়ালন্দ কোলকাতা রেললাইন এবং পরবর্তীতে গোয়ালন্দ ফরিদপুর রেল লাইনের সম্প্রসারণ বিশাল উন্নয়ন প্রমান করে। ১৮৪০ সালে ফরিদপুর জেলা স্কুল, ১৮৮৯ সালে ফরিদপুর জজ কোর্ট, ঈশান ইনস্টিটিউশন, প্রশাসনিক ভবনসমূহের পাশাপাশি বেশকিছু ভবন গড়ে উঠে। ১৮৯৬ সালে ফরিদপুর সদর থানা গঠিত হয়। সরকারি রাজেন্দ্র কলের প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯১৮ সালে। সংযুক্ত সড়ককে স্টেশন রোড নামকরন করা হয়। ১৯৪০ সালে ফরিদপুর মিশন হাউজ সংলগ্ন ২৫ একর জমিতে স্থাপিত হয় ফরিদপুর পুলিশ লাইনস। ১৯৬৩ সালে শহরের কেন্দ্রীয় এলাকায় স্থাপিত হয় আযম মার্কেট বা বর্তমানের তিতুমীর বাজার যেটা সর্বশেষ নিউ মার্কেট নামে পরিচিত।

ফরিদপুর শহরের বুক চিরে কুমার নদ বয়ে চলেছে। কুমার নদের দুই পাড়েই শহরের পরিধি ছড়িয়ে পড়েছে।

ফরিদপুর সদর উপজেলার উত্তরে গোয়ালন্দ এবং হরিরামপুর উপজেলা, দক্ষিনে নগরকান্দা উপজেলা, পূর্বে চরভদ্রাসন ও সদরপুর উপজেলা, পশ্চিমে বোয়ালমারী, মধুখালী ও রাজবাড়ী সদর উপজেলা অবস্থিত।

ফরিদপুর সদর উপজেলায় রয়েছেঃ

পৌরসভাঃ ১ টি । ফরিদপুর পৌরসভা।

ঐতিহাসিক স্থানসমূহঃ

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গান, পল্লী কবি জসীম উদদীনের বাড়ী, কানাইপুর শিকদার বাড়ী

ইউনিয়নঃ ১২ টি। মৌজাঃ ১৬৪ টি ।

ফরিদপুর সদর উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ১৪৭ টি।